গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট
পরিকল্পনা ও মূল্যায়ন
www.brri.gov.bd

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.২১৫

তারিখ: ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭
১৭ নভেম্বর ২০২০

বিষয়: **২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র এডিপিভূক্ত উন্নয়ন প্রকল্প এবং কর্মসূচিসমূহের অক্টোবর/২০২০ মাস পর্যন্ত অগ্রগতির পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।**

	২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়িতব্য ব্রি'র উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচিসমূহের অক্টোম্বর/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা ১৫/১১/২০২০ তারিখে ব্রি'র ভিডিও কনফারেন্স রুমে Zoom Cloud Meeting প্লাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর। সভায় পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা), সকল প্রকল্প/ কর্মসূচি পরিচালক ও আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় ও শাখা প্রধানগণসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ আংশগ্রহণ করেন।
২.	উপস্থাপনঃ সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভাপতি মহোদয়ের অনুমতিক্রমে প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা জনাব মুঃ মুনিরুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।
৩.	বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ গত ১৫/১০/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত কার্যবিবরণীতে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের কারো কোন দ্বিমত/মন্তব্য/সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত করা হয়।
৪. ৪.১	বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জনের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষাপটে মহাপরিচালক মহোদয় প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল ল্যাব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, অডিটরিয়াম, শ্রমিক কলোনীসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে বিশেষ করে ব্রি অডিটরিয়ামের নির্মাণ ৩০ নভেম্বর ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ল্যাব কাম অফিস ভবন এবং সিঙ্গেল একোমোডেশন ভবনের নির্মাণ কাজ মানসম্পন্নভাবে শেষ করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি'র কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে পুনরায় নির্দেশ প্রদান করেন। নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ঠিকাদারকে বিল প্রদানের পূর্বে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে তার সাইট মনিটরিং কমিটির নির্দেশনা মোতাবেক ক্লিনিং করছে মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে জানান। সভায় কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডিপ টিউবওয়েল ও থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালককে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে গোপালগঞ্জ আঞ্চলিক প্রধান ডিপ টিউবওয়েল স্থাপনে সমস্যার কথা উল্লেখ করলে মহাপরিচালক মহোদয় প্রকল্প পরিচালক এবং উপ-প্রকল্প পরিচালককে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ নিতে নির্দেশ প্রদান করেন। কুমিল্লা ও সোনাগাজী আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিংগেল একোমোডেশনের নির্মিণ কাজ সম্পন্ন হলেও অফিস ভবনের অবশিষ্ট কাজ মানসম্পন্নভাবে অতি দ্রুত ঠিকাদারের সাথে আলোচনা করে সম্পন্ন করার জন্য প্রকল্প পরিচালকক এবং আঞ্চলিক প্রধানগণকে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন।
	এছাড়া সভায় মহাপরিচালক মহোদয় বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের চরবদনার দুই খামারের মধ্যবর্তী সংযোগ সেতুর নির্মাণ কাজ সমন্ধে জানতে চাইলে উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব জাহিদ হাসান সভাকে জানান যে, বিআইডব্লিউটিএ এর নির্দেশনা অনুসারে অতি দ্রুত সেতুর নকশা সংশোধন করে কাজ শুরু হবে । এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মহোদয় ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলারসহ অন্যান্য যানবাহন যেন সহজে চলাচল করতে সে উপযোগী করে ব্রিজ নির্মাণের পরার্মশ প্রদান করেন। এছাড়া সভায় বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি আওতায় প্রশিক্ষণ পরিচালনায় প্রশিক্ষণের ধরণ, ব্যাচ সংখ্যা, প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণের সময়কাল, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর সম্মানী ভাতা, স্টেশনারি, আপ্যায়ন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় অবশ্যই ডিপিপি/পিপিএনবিতে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি সাধারণভাবে একই সময়ে একজন প্রশিক্ষক একাধিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না এবং একজন প্রশিক্ষক একই ব্যাচে একই দিনে ২টির অধিক ক্লাস নিতে পারবেন না বলে মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া "কৃষক প্রশিক্ষণ" কে কোনভাবেই "কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা" হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।
৪.২	প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক স্থানীয় ধানের জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য স্থানীয় ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, বিরই, রাধুনী পাগল, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন স্থানীয় জাতের গবেষণা অগ্রগতি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি সভায় গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী ধানের গবেষণা কাজের অগ্রগতি নিয়ে ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, সভাকে জানান যে, স্থানীয় জাত গুলির সাথে ক্রসিং এর মাধ্যমে Rapid Elongating উন্নত জলি আমনের জাত উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান আছে যা ১-৩ মিঃ গভীর পানিতে চাষ করা যাবে। তিনি আরও বলেন যে, Semi-Deep এলাকার উপযোগী ব্রি ধান ৯১ এর কৃষকের মাঠে স্থাপিত ট্রায়ালের ফলাফলের ভিত্তিতে জাতটির গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছে। এ জাতটির বীজ কৃষকদের নিকট হতে সংগ্রহ করে বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শনী করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে, জাতটির ব্রিডার বীজ সংরক্ষণ ও উৎপাদনের কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। এছাড়া Semi-Deep ও Medium, Stagnant এলাকার উপযোগী RYT-2 এর ফলাফলের ভিত্তিতে ২টি জাত/লাইন চূড়ান্তকরণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া হবে। এই লাইন ২টি ব্রি ধান৯১ এর চেয়ে বেশী ফলন দেবে এবং Medium Stagnant এলাকার চাষ করা যাবে। এছাড়া নওগাঁ অঞ্চলের জিরা ও কুষ্টিয়ার মিনিকেট ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের বিষয়টি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয় যা গবেষণা সংক্রান্ত পরবর্তী সভায় আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে মর্মে মহাপরিচালক মহোদয় উল্লেখ করেন।

৪.৩	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি (এফএমপিএইচটি) বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। এ প্রসংগে মহাপরিচালক মহোদয় মেকানাইজেশন প্রকল্পের মাধ্যমে এফএমপিএইচটি এবং ওয়ার্কশপ এন্ড মেশিনারি মেইন্টেনেন্স বিভাগের সকল বিজ্ঞানী, কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে তাদের নিজস্ব ল্যাবরেটরি/ওয়ার্কশপ উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে আবারও নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া সভায় সোনাগাজী আঞ্চলিক কার্যালয়ে ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের মাধ্যমে একটি মডেল মেকানাইজড ফার্ম হিসাবে গড়ে তুলার জন্য এফএমপিএইচটি বিভাগের প্রধানকে নির্দেশ প্রদান করেন।
৪.৪	পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং নতুন জাত উদ্ভাবন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি কসিহিকারি, হুকোরিকু এবং তাকানারি নামক জাপানী জাতের বীজ বর্ধনের কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৪.৫	বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং জিওবি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মওসুমে কৃষকের মাঠে স্থাপিত প্রদর্শনীর প্রভাব মূল্যায়নে পরিচালক (গবেষণা) এর তত্ত্বাবধানে ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ এবং সকল আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণের সমন্বয়ে অতি দ্রুত একটি কর্মপরিকল্পনা ঠিক করে আগামি এডিপি সভায় উপস্থাপনের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।এ প্রসঙ্গে মহাপরিচালক মহোদয় যে সব জাতের ফলন মাঠে ভাল হচ্ছে না তার কারণ এবং কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলে ভাল হবে সেই সব বিষয়সমূহ কর্মপরিকল্পনায় অর্ন্তভূক্ত করতে নির্দেশ প্রদান করেন। সভায় গত বোরো মওসুমে আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত কৃষকের মাঠে প্রদর্শনীতে কোন কোন জাতের ফলন ভাল হয়েছে এবং এসব জাতের সংগৃহিত বীজের তথ্য অতিদ্রুত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারীর নিকট জমা দিতে আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণকে মহাপরিচালক মহোদয় আবারও নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া চলতি আমন মওসুমে সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে,ডিএই এর প্রদর্শনী মাঠে এবং কৃষকের মাঠে আমন ধান কর্তনের মাঠ দিবস নিশ্চিত করার পাশাপাশি আমন ধানের বিভিন্ন জাতের হেক্টর প্রতি গড় ফলন এবং খরচের তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়া এআরডি ও খামার ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিভাগ এবং আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে আসন্ন বোরো মওসুমের বীজ ডিএই এবং কৃষকের নিকট বিতরণের পর অবশিষ্ট বীজ অতি দ্রুত ব্রি স্টোরে জমা এবং বিক্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার পাশাপাশি কিছু পরিমাণ বীজ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মহাপরিচালক মহোদয় নির্দেশ প্রদান করেন।

৫. ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রাজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিক গৃহীত কর্ম পরিকল্পনা ও সংগ্রহ পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্টোবর/২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনাঃ-

ক) এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পঃ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে ২০২০-২১ অর্থ বছরের এডিপি'তে ০২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। মোট এডিপি বরাদ্দ ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্প ০২টি জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৫৬৪.০০ লক্ষ টাকা; যা বরাদ্দের ২৪.৫২% মাত্র। গত অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ছিল ৭০৭২.০০ লক্ষ টাকা। অক্টোবর/১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ১৯.৭৫% (১৩৯৬.৮৬ লক্ষ টাকা)। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ২টি প্রকল্পে মোট ১৮টি দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। অক্টোবর /২০২০ পর্যন্ত সকল দরপত্রের আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে।

খ) ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে দরপত্র অগ্রগতিঃ

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা		দরপত্র আহবান (সংখ্যায়)	কার্যাদেশ প্রদান (সংখ্যায়)
	সংখ্যায়	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)		
১.উন্নয়ন প্রকল্প				
১.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	৬টি	১৩৯৮.০৫	৬টি	৬টি
১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতিগবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১২টি	৭০০.০০	১২টি	১২টি
উপমোট (প্রকল্প)	**১৮টি**	**২০৯৮.০৫**	**১৮টি**	**১৮টি**
২.উন্নয়ন কর্মসূচি				
২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন	১টি	২৫.০০	১টি	১টি
২.২ নতুন প্রজন্মের ধান (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি	৪টি	৪৫.০০	৪টি	৪টি
২.৩ বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ	৫টি	৭৩৩.২০	৫টি	৫টি
২.৪ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ স্কিম (কর্মসূচি)	৪টি	৩৪৫.০০	৪টি	৪টি
উপমোট (কর্মসূচি)	**১৪টি**	**১১৪৮.২০**	**১৪টি**	**১৪টি**
সর্বমোট (১+২)	**৩২টি**	**৩২৪৬.২৫**	**৩২টি**	**৩২টি**

(গ) ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাজেট বরাদ্দ ও অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (জিওবি) (পিএ)	মোট অর্থ ছাড় (%) জিওবি (%) পিএ (%) অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত)	অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	গত বছরের অক্টোবর/১৯ পর্যন্ত সময়ে অগ্রগতি	অক্টোবর /২০২০ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি

			মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	মোট ব্যয় (%) জিওবি (%) পিএ (%)	
১. উন্নয়ন প্রকল্প					
১.১বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভৌত সুবিধাদি ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)	১১০০.০০ (১১০০.০০) (-)	৫৫০.০০(৫০.০০) ৫৫০.০০(৫০.০০) -	৪২৪.০০ (৩৮.৫৫) ৪২৪.০০ (৩৮.৫৫)	১৩৯৬.৮৬ (১৯.৭৫) ১৩৯৬.৮৬ (১৯.৭৫) -	৪৫.০০%
১.২ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ধান চাষাবাদের লক্ষ্যে খামার যন্ত্রপাতিগবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প	১২০০.০০ (১২০০.০০) (-)	৩০০.০০ (২৫.০০) ৩০০.০০ (২৫.০০) -	১৪০.০০ (১১.৬৭) ১৪০.০০ (১১.৬৭)	-	২৫.০০%
উপমোট = ২টি প্রকল্প	**২৩০০.০০ (২৩০০.০০) (-)**	**৮৫০.০০ (৩৬.৯৫) ৮৫০.০০ (৩৬.৯৫) -**	**৫৬৪.০০ (২৪.৫২) ৫৬৪.০০ (২৪.৫২)**	১৩৯৬.৮৬ (১৯.৭৫) ১৩৯৬.৮৬ (১৯.৭৫) -	
২. উন্নয়ন কর্মসূচি					
২.১ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট-এ একটি রাইস মিউজিয়াম স্থাপন (মোট বরাদ্দ- ১০০.০০ লক্ষ টাকা)	২৫.০০ (২৫.০০) -	৬.২৫ (২৫.০০) ৬.২৫ (২৫.০০) -	৬.২৫(২৫.০০) ৬.২৫ (২৫.০০) -	১২.৫০ (২৫.০০) ১২.৫০ (২৫.০০)	৩০.০০%
২.২ নতুন প্রজন্মের ধানের (সি ফোর-রাইস) গবেষণা শক্তিশালীকরণ কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ৫০৩.০০ লক্ষ টাকা)	৭০.০০ (৭০.০০) -	১৭.৫০ (২৫.০০) ১৭.৫০ (২৫.০০)	৩.০০ (৪.২৯) ৩.০০ (৪.২৯) - -	২.০০ (০.৪৬) ২.০০ (০.৪৬) -	১৫.০০%
২.৩ বাংলাদেশ ধান গবেষনা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কেন্দ্রীয় গবেষণাগারকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য এ্যাক্রিডিটেড গবেষণাগারে উন্নীতকরণ (মোট বরাদ্দ- ৯০৬.০০লক্ষ টাকা)	৭৪১.২০ (৭৪১.২০) -	১৮৫.৩০(২৫.০০) ১৮৫.৩০(২৫.০০)	২.০০ (০.২৭) ২.০০ (০.২৭) -	- - -	৪.০০%
২.৪ পরিবর্তিত জলবায়ুতে ধানের প্রধান রোগবালাই (ব্লাস্ট, ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতাপোড়া এবং টুংরো) দমন গবেষণা কার্যাক্রম জোরদারকরণ (মোট বরাদ্দ- ৫৮৪.৫০ লক্ষ টাকা)	৩৫৫.০০ (৩৫৫.০০) -	৮৮.৭৫(২৫.০০) ৮৮.৭৫(২৫.০০)	২.০৭ (০.৫৮) ২.০৭ (০.৫৮) -	- - -	৮.০০%
উপমোট = ৪টি কর্মসূচি (মোট বরাদ্দ- ২০৯৩.৫০ লক্ষ টাকা)	১১৯১.২০ (১১৯১.২০)	২৯৭.৮০(২৫.০০) ২৯৭.৮০(২৫.০০)	১৩.৩২ (১.১২) ১৩.৩২ (১.১২)	৫৭.১১(৭.১৩) ৫৭.১১(৭.১৩) -	-
৩. রাজস্ব বাজেট					
বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট	১১১৫৮.০০ ১১১৫৮.০০ (-)	৫৫৪৭.৭৫ (৪৯.৭২) ৫৫৪৭.৭৫ (৪৯.৭২) -	৪০৯৬.৫৪(৩৬.৭১) ৪০৯৬.৫৪(৩৬.৭১) -	৩৫০১.২১(৩২.০৭) ৩৫০১.২১(৩২.০৭) -	৪০.০০%
উপমোট	**১১১৫৮.০০ ১১১৫৮.০০ (-)**	**৫৫৪৭.৭৫ (৪৯.৭২) ৫৫৪৭.৭৫ (৪৯.৭২) -**	৪০৯৬.৫৪(৩৬.৭১) ৪০৯৬.৫৪(৩৬.৭১) -	৩৫০১.২১(৩২.০৭) ৩৫০১.২১(৩২.০৭) -	-
সর্বমোট (১+২+৩)	**১৪৬৪৯.২০ ১৪৬৪৯.২০ (-)**	**৬৬৯৫.৫৫(৪৫.৭১) ৬৬৯৫.৫৫ (৪৫.৭১) -**	**৪৬৭৩.৮৬ (৩১.৯০) ৪৬৭৩.৮৬ (৩১.৯০)**	**৪৯৫৫.১৮(২৬.৩৭) ৪৯৫৫.১৮(২৬.৩৭) -**	-

(ঘ) বিবিধ

১. নন-এডিপিভুক্ত প্রকল্পের প্রতিবেদন:

প্রকল্পের নাম: Transforming Rice Breeding Through Capacity Enhancement of BRRI (TRB-BRRI)

প্রকল্পের মেয়াদ কাল: ১ ডিসেম্বর ২০১৯ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৩ (৪ বছর), প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: ৩৩৬৪.০০ লক্ষ টাকা (তেত্রিশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ টাকা মাত্র), ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বরাদ্দ ৭০৫.৫৩ লক্ষ টাকা, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত ব্যয় ১৮৮.৭৯ লক্ষ টাকা (২৬.৭৬%), প্রকল্পের শুরু থেকে অক্টোবর/২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ৫৩২.৮০ লক্ষ টাকা (১৫.৮৪%)।

৬. সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহঃ

ক্রঃ নং	সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ	বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তাগণ
১.	১.১ ২০২০-২১ অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেকটি প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রগতি মানসম্পন্নভাবে নির্দিষ্ট সময়ে শতভাগ অর্জন করতে হবে।	সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ/নির্বাহী প্রকৌশলী
	১.২ প্রধান কার্যালয়ের সেন্ট্রাল ল্যাব, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, অডিটরিয়াম, শ্রমিক কলোনীসহ অন্যান্য নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে বিশেষ করে ব্রি অডিটরিয়াম সংশ্লিষ্ট নির্মাণ ৩০ নভেম্বর ২০২০ এর মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং আঞ্চলিক কার্যালয়সমূহের ল্যাব কাম অফিস ভবন এবং সিঙ্গেল একোমোডেশন ভবনের নির্মাণ কাজ মানসম্পন্নভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মনিটরিং কমিটি'র কার্যক্রমকে আরো জোরদার করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ এবং মনিটরিং কমিটি
	১.৩ কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ এবং গোপালগঞ্জ আঃ কার্যালয়ের ডিপ টিউবওয়েল ও থ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ কাজ দ্রুত শেষ করাসহ কুমিল্লা ও সোনাগাজী আঞ্চলিক কার্যালয়ের অফিস ভবনের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ অতি দ্রুত ঠিকাদারের সাথে আলোচনা করে সম্পন্ন করতে হবে ।	প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক
	১.৪ বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়ের চরবদনার দুই খামারের মধ্যবর্তী সংযোগ সেতুর নির্মাণ কাজ বিআইডব্লিউটিএ এর নির্দেশনা অনুসারে অতি দ্রুত নকশা সংশোধন করে নির্মাণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালক
	১.৫ বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি আওতায় প্রশিক্ষণ পরিচালনায় প্রশিক্ষণের ধরণ, ব্যাচ সংখ্যা, প্রতি ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণের সময়কাল, প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীর সম্মানী ভাতা, স্টেশনারি, আপ্যায়ন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় অবশ্যই ডিপিপি/পিপিএনবিতে বর্ণিত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়ন করতে হবে। পাশাপাশি সাধারণভাবে একই সময়ে একজন প্রশিক্ষক একাধিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন না ও একজন প্রশিক্ষক একই ব্যাচে একই দিনে ২টির অধিক ক্লাস নিতে পারবেন না এবং কোনভাবেই "কৃষক প্রশিক্ষণ"-কে "কৃষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা" হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।	প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালকগণ ও বিভাগীয়/আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ
২.	২.১ প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ধানের স্থানীয় জাতসমূহ বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের বালাম, লক্ষ্মীদীঘা ও অন্যান্য ধানের জাত যেমন- কৃষ্ণভোগ, রাণী সেলুট, রাধুনী পাগল, বিরই, টেপি বোরো, রাতা বোরোসহ বিভিন্ন জাতের মধ্য থেকে সম্ভাবনাময় জাত পেলে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে অথবা স্থানীয় জাতগুলো ক্রসিং করে আরও উন্নতমানের ধানের জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ এবং কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ
	২.২ গভীর পানিতে চাষাবাদ উপযোগী গোপালগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলের লক্ষ্মীদীঘা, বাঁশিরাজ, সিলেট অঞ্চলের লালমোহন, হবিগঞ্জের দুধলাকি, ফুলকুড়ি, ফরিদপুরের খইয়া মটর এবং সিরাজগঞ্জের সড়সড়িয়া অন্যান্য সংগ্রহত্তোর স্থানীয় জাতসমূহ থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন ও তা সংরক্ষণের পাশাপাশি এসব জাতসমূহের আলোক সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, ড. এ এস এম মাসুদুজ্জামান, সিএসও, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ শারীরতত্ব বিভাগ
	২.৩ কুষ্টিয়া অঞ্চল থেকে মিনিকেট এবং নওগাঁ অঞ্চল থেকে জিরা ধান সংগ্রহ করে পিওর লাইন নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৩.	প্রধানমন্ত্রীর চাহিদা মোতাবেক ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহারের লক্ষ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়নের জন্য কৃষি যন্ত্রপাতি ও ফলনোত্তর প্রযুক্তি বিভাগের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের হালনাগাদ তথ্যাদি প্রতি মাসের এডিপি সভায় উপস্থাপন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ
৪.	৪.১ বীজ বর্ধনের মাধ্যমে পাহাড়ী এলাকার উৎপাদন বাড়াতে এবং পাহাড়ী এলাকার জুম চাষের জন্য উপযোগী/সম্ভাবনাময় স্থানীয় ধানের জাত সংগ্রহ অব্যাহত রাখতে ও তা থেকে পিওর লাইন নির্বাচন করে নতুন জাত উদ্ভাবন করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
	৪.২ কসিহিকারি, তাকানারি ও হকোরিকু জাতের বীজ বর্ধন কাজ ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ পরিচালনা করবে এবং এ সকল জাতের সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে এবং প্রতি মাসের গবেষণা সংক্রান্ত সভায় তার অগ্রগতি উপস্থাপন করতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, ধান ভিত্তিক খামার বিন্যাস বিভাগ, কৌলি সম্পদ ও বীজ বিভাগ, উদ্ভিদ রোগতত্ব বিভাগ এবং উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ
৫.	৫.১ বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি এবং জিওবি অর্থায়নে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন মওসুমে কৃষকের মাঠে স্থাপিত প্রর্দশনীর প্রভাব নির্ণয় করতঃ যে সব জাতের ফলন ভাল হয়েছে এবং পরের বছর ঐ এলাকায় সেইসব জাতের সম্প্রসারণ কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা নির্ণয় করা এবং যে সব জাতের প্রদর্শনীর ফলন ভাল হয় নাই তার সীমাবদ্ধতা বের করে নতুন কর্মপরিকল্পনা ঠিক করতে হবে।	পরিচালক (গবেষণা), ফলিত গবেষণা, কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি পরিসংখ্যান বিভাগ
	৫.২ চলতি আমন মওসুমে সকল আঞ্চলিক কার্যালয়ের গবেষণা মাঠে ,ডিএই এর প্রদর্শনী মাঠে এবং কৃষকের মাঠে আমন ধান কর্তনের মাঠ দিবস করতঃ আমন ধানের বিভিন্ন জাতের হেক্টর প্রতি গড় ফলন এবং খরচের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।	প্রধান, সকল আঞ্চলিক কার্যালয়
	৫.৩ ফলিত গবেষণা ও খামার ব্যবস্থাপনাসহ অন্যান্য বিভাগ এবং আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে আসন্ন বোরো মওসুমের বীজ ডিএই এবং কৃষকের নিকট বিতরণের পর অবশিষ্ট বীজ অতি দ্রুত ব্রি স্টোরে জমা এবং বিক্রির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার পাশাপাশি কিছু পরিমাণ বীজ মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে।	প্রধান, ফলিত গবেষণা, খামার ব্যবস্থাপনাসহ সংশ্লিষ্ট বিভাগ এবং সকল আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধানগণ
৬.	সোনাগাজী আঞ্চলিক কার্যালয়ে ধান চাষের সকল পর্যায়ে কৃষি যন্ত্রপাতির শতভাগ ব্যবহার নিশ্চিত করতঃ একটি মডেল মেকানাইজড ফার্ম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।	বিভাগীয় প্রধান, এফএমপিএইচটি বিভাগ, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক এবং আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান

পরিশেষে, সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৭-১১-২০২০
ড. মো: শাহজাহান কবীর
মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)
ফোন: ৪৯২৭২০০৫-৯, ৪৯২৭২০৪০
ফ্যাক্স: ৪৯২৭২০০০
ইমেইল: dg@brri.gov.bd

বিতরণ :

১) পরিচালক (গবেষণা) (চলতি দায়িত্ব), ব্রি।
২) পরিচালক (প্রশাসন ও সাধারণ পরিচর্যা) (চলতি দায়িত্ব), ব্রি।
৩) উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা সমন্বয়কারী (সিএএসআর), ব্রি।
৪) সকল প্রকল্প/কর্মসূচি পরিচালক, আঞ্চলিক কার্যালয় প্রধান, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/ শাখা প্রধান/ কর্মকর্তা, ব্রি।

স্মারক নম্বর: ১২.২২.০০০০.০৩০.০২.০০১.১৭.২১৫/১(২)

তারিখ: ২ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৭ নভেম্বর ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সিস্টেম এনালিস্ট, ব্রি (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য)।
২) পিএ/স্টেনোগ্রাফার, মহাপরিচালকের দপ্তর, ব্রি।

১৭-১১-২০২০
মুঃ মুনিরুল ইসলাম
প্রিন্সিপাল প্লানিং অফিসার